কালের কণ্ঠ

ময়মনসিংহের তালেব আলী ম্যাটস

এক ভবনেই ক্যাম্পাস ছাত্র ও ছাত্রীনিবাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

ময়মনসিংহ শহরের তালেব আলী ম্যাটস (মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল বা স্বাস্থ্য সহকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) চলে একটি পাঁচতলা ভবনে। ওই ভবনে পাঠদান, প্রশাসনিক কক্ষ, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস রয়েছে। এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রতিষ্ঠান কিভাবে অনুমোদন পায় ও চলে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সরেজমিনে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি ময়মনসিংহ শহরের আর কে মিশন রোডে অবস্থিত। তিন-চার বছর ধরে পাঁচতলার সরু একটি ভবনে চলছে এর পাঠদান। একই সঙ্গে ভবনে গড়ে তোলা হয়েছে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস। সব মিলিয়ে এখানে প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রী অবস্থান করে। ভবনের নিচতলা ও পঞ্চম তলাতে ছাত্রদের আবাসন। মেয়েদের আবাসন ব্যবস্থা ভবনের চতুর্থ তলায়। দ্বিতীয় তলায় কলেজ অধ্যক্ষ থাকেন। বিভিন্ন তলাতে ভাগাভাগি করে চলে পাঠদান। এখানে চার বছর মেয়াদি প্যারামেডিক্যাল কোর্স পড়ানো হয়। এসএসসি পাসের পর গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে এসে ভর্তি হয়।

গত শনিবার বিকেলে ভবনের দ্বিতীয় তলায় একটি প্রশাসনিক কক্ষে এ ভবনে থাকা দুই ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। সন্ধ্যার পর বিষয়টি জানাজানি হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। রাতে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়। একই সঙ্গে ভবনে থাকা মেয়েরা অন্যত্র চলে যায়। এ ব্যাপারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানায়, ভবনে থাকা দুই মেয়েকে কৌশলে দ্বিতীয় তলায় ডেকে আনে আবাসের চার ছাত্র। পরে এরা একটি প্রশাসনিক কক্ষে মেয়েদের আটকে নির্যাতন করে।

এদিকে গতকাল রবিবার দুপুরে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে তালা মারা। ভেতরে বেশ কিছু ছাত্র রয়েছে। ভবনের ভেতরের বিভিন্ন কক্ষে ভাঙা কাচ ও আসবাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে একই ভবনে ছেলে ও মেয়েদের থাকার বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

ময়মনসিংহ শহরের আর কে মিশন রোডে তালেব আলী ম্যাটস ভবন। ছবি : কালের কণ্ঠ

কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাবিবুর রহমান বলেন, 'মেয়েরা কেউ কথা বলছে না। মোবাইলে কথা বলার চেষ্টা করলেও সাড়া দেয়নি। কেউ অভিযোগ না করায় কোনো মামলাও হয়নি।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে একটি প্রতিষ্ঠান কী করে চলে?'

তালেব আলী ম্যাটসের প্রধান ফজলুল হক বলেন, 'শনিবার ঢাকায় ছিলাম। সাড়ে তিন বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছি। আমার প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি মহল এ অভিযোগ রটাচ্ছে।'

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন ডা. মোস্তফা কামাল বলেন, 'এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে দেখভাল করা হয়। যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে, খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'